# মুহাররম ও আশুরার ফযীলত

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

৺০৫

অনুবাদ

ইকবাল হোছাইন মাছুম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

# فضل عاشوراء وشهر الله المحرم

(باللغة البنغالية)

محمد بن صالح المنجد

ترجمة

إقبال حسين معصوم

مراجعة

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

## সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

মুহাররম ও আশুরার ফযীলত” একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ, যাতে ইসলামী ক্যালেন্ডারের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মাস মুহাররম এবং বিশেষ দিন আশুরার ফযীলত, গুরুত্ব ও বিধানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে। বইটিতে মুহাররম মাসে নফল সিয়ামের ফযীলত, আশুরার ঐতিহাসিক পটভূমি, আশুরার সিয়াম পালনের নিয়ম ও গুরুত্ব, রমাদ্বানের পর সর্বোত্তম সাওম হিসেবে আশুরার মর্যাদা এবং আশুরা সংক্রান্ত প্রচলিত বিদ‘আতসমূহ অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী গ্রন্থ, যা তাদের ইবাদত ও আকীদা বিশুদ্ধ করতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

# সূচিপত্র


| ক্র | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ভূমিকা | ৩ |
| ২ | মুহাররম মাসে অধিক পরিমাণে নফল সাওমের ফযীলত | ৫ |
| ৩ | আল্লাহ তা‘আলা স্থান ও কাল যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দিয়ে থাকেন | ৬ |
| ৪ | ইতিহাসে আশুরা | ৭ |
| ৫ | আশুরার সাওমের ফযীলত | ১০ |
| ৬ | বছরের কোন দিনটি আশুরার দিন? | ১১ |
| ৭ | আশুরার সাথে তাসু‘আর সাওমও মুস্তাহাব | ১২ |
| ৮ | তাসু‘আর সাওম মুস্তাহাব হওয়া হিকমত | ১৩ |
| ৯ | শুধু দশ তারিখ সাওম রাখার বিধান | ১৪ |
| ১০ | নির্ধারিত দিনটি শনি কিংবা জুমু‘আ বার হলেও আশুরার সাওম রাখা হবে | ১৫ |
| ১১ | মাসের শুরু অস্পষ্ট হয়ে গেলে করণীয় কী? | ১৬ |
| ১২ | আশুরার সাওম কোন ধরনের পাপের জন্য কাফ্ফারা? | ১৭ |
| ১৩ | সিয়ামের সাওয়াব দেখে প্রতারিত হওয়া চলবে না | ১৮ |
| ১৪ | রমাদ্বানের ক্বাযা অনাদায়ি থাকা অবস্থায় আশুরার সাওমের হুকুম কী? | ১৯ |
| ১৫ | আশুরায় উদযাপিত কিছু বিদ‘আত | ২০ |

# ভূমিকা

اَلْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

মুহাররম, একটি মহান বরকতময় মাস। হিজরী সনের প্রথম মাস। এটি 'আশহুরুল হুরুম' তথা হারামকৃত মাস চতুষ্টয়ের অন্যতম। 'আশহুরুল হুরুম' সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ﴾ [التوبة: ٣٦]

"নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোনো যুলুম করো না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৬]

আবু বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

"বছর হলো বারোটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। তিনটি পর পর লাগোয়া যিলকদ, যিলহজ ও মুহাররম আর (চতুর্থটি

হলো) জুমাদা আস-সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব।"[১]

তন্মধ্যে মুহাররমকে মুহাররম বলে অভিহিত করা হয়েছে কারণ এটি অতি সম্মানিত।

আল্লাহর বাণী ﴿فَلَا تَظۡلِمُوا فِيهِنَّ أَنۡفُسَكُمۡ﴾ "তোমরা এতে নিজেদের উপর কোনো যুলুম করো না।" অর্থাৎ এই সম্মানিত মাসসমূহে তোমরা কোনো অন্যায় করো না; কারণ এ সময়ে সংঘটিত অন্যায় ও অপরাধের পাপ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি ও মারাত্মক।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ﴿فَلَا تَظۡلِمُوا فِيهِنَّ أَنۡفُسَكُمۡ﴾"তোমরা এতে নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করো না" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন— এ বারো মাসের কোনোটিতেই তোমরা অন্যায় অপরাধে জড়িত হয়ো না। অতঃপর তা হতে চারটি মাসকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। সেগুলোকে মহা সম্মানে সম্মানিত করেছেন। এসবের মাঝে সংঘটিত অপরাধকে অতি মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। আর তাতে সম্পাদিত নেক আমলকে বেশি সাওয়াব যোগ্য নেক আমল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿فَلَا تَظۡلِمُوا فِيهِنَّ أَنۡفُسَكُمۡ﴾ "তোমরা এতে নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করো না" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন— যদিও যুলুম সব সময়ের জন্য বড় অন্যায় তবে হারাম মাস চতুষ্টয়ে সম্পাদিত যুলুম অন্যান্য সময়ে সম্পাদিত যুলুম হতে অপরাধ ও পাপের দিক থেকে

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৮।

আরও বেশি মারাত্মক অন্যায়। আল্লাহ তা‘আলা নিজ ইচ্ছা মাফিক যাকে ইচ্ছা বড় করতে পারেন।

তিনি বলেন, মহান আল্লাহ নিজ সৃষ্টি হতে খাঁটি ও উৎকৃষ্টগুলোকে বাছাই করেছেন; ফেরেশতাকুল থেকে কতককে রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন, অনুরূপ মানুষ থেকেও। কথা থেকে বাছাই করেছেন তাঁর যিকিরকে। আর যমীন থেকে বাছাই করেছেন মসজিদসমূহকে। মাসসমূহ থেকে বাছাই করেছেন রমাদ্বান ও সম্মানিত মাস চতুষ্টয়কে। দিনসমূহ থেকে বাছাই করেছেন জুমু‘আর দিনকে আর রাত্রসমূহ থেকে লাইলাতুল কদরকে। সুতরাং আল্লাহ যাদের সম্মানিত করেছেন তোমরা তাদের সম্মান প্রদর্শন কর। আর বুদ্ধিমান লোকদের মতে প্রতিটি বস্তুকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয় মূলত সেসব জিনিসের মাধ্যমেই যেসব দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন।[২]

## মুহাররম মাসে অধিক পরিমাণে নফল সাওমের ফযীলত

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ»

“রমাদ্বানের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররম (মাসের সাওম)।”[৩]

২ সারসংক্ষেপ, তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩৬।

৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৮২।

হাদীসে شَهْرُ اللهِ বাক্যে شَهْر কে اللهِ-এর দিকে যে إضافة বা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে এটি إضافة تعظيم অর্থাৎ সম্মানের সম্পর্ক। আল্লামা ক্বারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালা থেকে পূর্ণ মাসের সাওম বুঝে আসে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান ব্যতীত আর কোনো মাসে পূর্ণ মাস সাওম পালন করেননি, এটি প্রমাণিত। তাই হাদীসকে এ মাসে বেশি পরিমাণে সাওম পালন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে।

শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণ সাওম পালন করেছেন বলে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে মুহাররম মাসের ফযীলত সম্বন্ধে তাঁকে একেবারে জীবনের শেষ পর্যায়ে অবহিত করা হয়েছে, আর তিনি তা বাস্তবায়ন করে যাবার সময় পাননি।[৪]

## আল্লাহ তা'আলা স্থান ও কাল যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দিয়ে থাকেন

আল্লামা ইয্য ইবন আব্দুস সালাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, স্থান ও কালের একের ওপর অপরের মর্যাদা দান দুই প্রকার: **এক.** পার্থিব। **দুই.** দীনী, যা আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভরশীল। তিনি সেসব স্থান বা কালে ইবাদত সম্পন্নকারীদের সাওয়াব বৃদ্ধি করে দিয়ে তাদের ওপর করুণা করেন। যেমন, অন্যান্য মাসের সাওমের তুলনায় রমাদ্বানের সাওমের মর্যাদা অনুরূপ আশুরার দিন..। এগুলোর মর্যাদা আল্লাহর দান ও ইহসানের ওপর নির্ভরশীল।[৫]

৪ ইমাম নাওয়াওয়ী, শারহু সহীহ মুসলিম।

৫ কাওয়ায়েদুল আহকাম (১/৩৮)।

## ইতিহাসে আশুরা

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فقال: مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার দিন সাওম পালন করছে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কী? তারা বলল, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মূসা ‘আলাইহিস সালাম এদিন সাওম পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, মূসা ‘আলাইহিস সালামকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি সাওম রেখেছেন এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।”[৬]

বুখারীর বর্ণনা, «هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ» “এটি একটি ভালো দিন।”

মুসলিমের বর্ণনায় আছে, «هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ» “এটি একটি মহান দিন, আল্লাহ তা‘আলা তাতে মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার কওমকে রক্ষা করেছেন, আর ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।”

---

৬ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৫।

বুখারীর বর্ণনা, «فَصَامَهُ مُوسَى» "মূসা 'আলাইহিস সালাম সাওম পালন করেছেন"।

ইমাম মুসলিম তার বর্ণনায় সামান্য বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, «شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ» "(তিনি সাওম পালন করেছেন) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ, তাই আমরাও সাওম পালন করি।"

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, «وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ» "আর আমরা সাওম পালন করি তার সম্মানার্থে।"

ইমাম আহমাদ সামান্য বর্ধিতাকারে বর্ণনা করেছেন,

«هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ، فَصَامَ نُوحٌ شُكْرًا لِلَّهِ»

"এটি সেই দিন যাতে নূহ 'আলাইহিস সালামের কিশতি জুদি পর্বতে স্থির হয়েছিল, তাই নূহ 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে সেদিন সাওম রেখেছিলেন।"[৭]

বুখারীর বর্ণনা, «وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ» "এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, মূসা 'আলাইহিস সালামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে তোমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার। সুতরাং তোমরা সাওম পালন কর।"

৭ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭১৭, তবে এর সনদ দুর্বল।

আশুরার সাওম পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জাহেলি যুগেও আরব সমাজে তার প্রচলন ছিল।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه..» “জাহেলি যুগের লোকেরা আশুরাতে সাওম পালন করত...।”

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরাইশরা আশুরার সাওম প্রসঙ্গে সম্ভবত বিগত শরীয়ত যেমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ওপর নির্ভর করত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পূর্বেই মক্কায় আশুরার সাওম পালন করতেন। হিজরতের পর দেখতে পেলেন মদিনার ইয়াহূদীরা এদিনকে উদযাপন করছে। তিনি কারণ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা উল্লিখিত উত্তর দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ঈদ-উৎসব উদযাপন প্রসঙ্গে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিলেন। যেমন, আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا» “আশুরার দিনকে ইয়াহূদীরা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল”।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ تَتَّخِذُهُ عِيدًا» “আশুরার দিনকে ইয়াহূদীরা বড় করে দেখত (সম্মান করত), একে তারা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।”

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ (اليهود) يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ»

“খায়বার অধিবাসীরা (ইয়াহূদীরা) আশুরার দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা এদিন নিজ স্ত্রীদেরকে নিজস্ব অলঙ্কারাদি ও ব্যাজ পরিধান করাত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা সাওম পালন কর।”[৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে এদিনে সাওম পালন করার নির্দেশ দানের আপাত কারণ হচ্ছে, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। যেদিন তারা ঈদ উদযাপন করে ইফতার করবে সেদিন মুসলিমগণ সাওম রাখবে। কারণ ঈদের দিন সাওম রাখা হয় না।[৯]

## আশুরার সাওমের ফযীলত

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওম রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি, যত দেখেছি এ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ রমাদ্বান মাসের সাওমের প্রতি।”[১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»

“আশুরার দিনের সাওমের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি

---

৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৩১।

৯ সার-সংক্ষেপ, আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী।

১০ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৭।

পূর্ববর্তী এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন।”[১১]

এটি আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর অপার করুণা। তিনি একটি মাত্র দিনের সাওমর মাধ্যমে পূর্ণ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। সত্যিই মহান আল্লাহ পরম দাতা।

## বছরের কোন দিনটি আশুরার দিন?

আল্লামা নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাসু‘আ, আশুরা দু’টি মদ্দযুক্ত নাম। অভিধানের গ্রন্থাবলিতে এটিই প্রসিদ্ধ। আমাদের সাথীরা বলেছেন, আশুরা হচ্ছে মুহাররম মাসের দশম দিন। আর তাসু‘আ সে মাসের নবম দিন। জমহুর উলামায়ে কেরামও তা-ই বলেছেন। হাদীসের আপাতরূপ ও শব্দের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক চাহিদাও তা-ই। ভাষাবিদদের নিকট এটিই প্রসিদ্ধ।[১২]

এটি একটি ইসলামী নাম, জাহেলি যুগে পরিচিত ছিল না।[১৩]

ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আশুরা মুহাররম মাসের দশম দিন। এটি সা‘ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহর মত। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন,

«أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عَاشِرٍ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরা-মুহাররমের দশম দিনে

---

১১ তিরমিযী, হাদীস নং ৭৫২।

১২ আল-মাজমূ‘।

১৩ কাশশাফুল কানা ২য় খণ্ড, সাওমুল মুহাররম।

সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।”[১৪]

## আশুরার সাথে তাসু‘আর সাওমও মুস্তাহাব

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন,

«حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ". قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সাওম রাখলেন এবং (অন্যদেরকে) সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো এমন দিন, যাকে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বড় জ্ঞান করে, সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর এদিন আসলে আমরা নবম দিনও সাওম রাখব ইনশাআল্লাহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে য়ায়।”[১৫]

ইমাম শাফে‘ঈ ও তার সাথীবৃন্দ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ বলেছেন, আশুরার সাওমের ক্ষেত্রে দশম ও নবম উভয় দিনের সাওম-ই মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ তারিখ সাওম রেখেছেন এবং নয় তারিখ সাওম রাখার নিয়ত করেছেন।

১৪ তিরমিযী, হাদীস নং ৭৫৫।

১৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৪৬।

এরই ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, আশুরার সাওমের কয়েকটি স্তর রয়েছে: সর্বনিম্ন হচ্ছে কেবল দশ তারিখের সাওম রাখা। এর চেয়ে উচ্চ পর্যায় হচ্ছে তার সাথে নয় তারিখের সাওম পালন করা। এমনিভাবে মুহাররম মাসে সাওমের সংখ্যা যত বেশি হবে মর্যাদা ও ফযীলতও ততই বাড়তে থাকবে।

## তাসু'আর সাওম মুস্তাহাব হওয়া হিকমত

ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাসু'আ তথা মুহাররমের নয় তারিখ সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমত ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন,

এক. এর উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। কারণ তারা কেবল একটি অর্থাৎ দশ তারিখ সাওম রাখত।

দুই. আশুরার দিনে কেবল একটি সাওম পালনের অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তার সাথে অন্য একটি সাওমের মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা। যেমনি করে এককভাবে জুমু'আর দিন সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি আল্লামা খাত্তাবী ও অন্যান্যদের মত।

তিন. দশ তারিখের সাওমের ক্ষেত্রে চন্দ্র গণনায় ত্রুটি হয়ে ভুলে পতিত হবার আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। হতে পারে গণনায় নয় তারিখ কিন্তু বাস্তবে তা দশ তারিখ।

এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী তাৎপর্য হচ্ছে, আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য

অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আশুরা প্রসঙ্গে বলেছেন, «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব।"[১৬]

আল্লামা ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব"—হাদীসের ব্যাখ্যা-টীকায় বলেছেন, **নবী** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয় তারিখে সাওম রাখার সংকল্প ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে, তিনি কেবল নয় তারিখে সাওম রাখার সংকল্প করেছেন বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ তারিখের সাওমের সাথে নয় তারিখের সাওমকে সংযুক্ত করা। সাবধানতাবশত কিংবা ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার জন্য। এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। সহীহ মুসলিমের কতিপয় বর্ণনা এদিকেই ইঙ্গিত করে।[১৭]

## শুধু দশ তারিখ সাওম রাখার বিধান

শাইখুল ইসলাম বলেন, আশুরার সাওম এক বছরের গুনাহের কাফফারা আর আশুরার একটিমাত্র সাওম মাকরূহ হবে না।[১৮]

ইবন হাজার হায়সামী রচিত তুহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে আছে, আশুরা উপলক্ষে দশ তারিখ কেবল একটি সাওম রাখাতে কোনো দোষ নেই।[১৯]

---

১৬ আল-ফতোয়াল কোবরা, ষষ্ঠ খণ্ড।

১৭ ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৪/২৪৫)।

১৮ আল-ফাতাওয়াল কুবরা, পঞ্চম খণ্ড।

১৯ তুহফাতুল মুহতাজ, তৃতীয় খণ্ড, বাবু সাওমিত তাতাব্বু'।

## নির্ধারিত দিনটি শনি কিংবা জুমু'আ বার হলেও আশুরার সাওম রাখা হবে

কেবল জুমু'আর দিনকে নফল সাওমর জন্য নির্ধারণ করা মাকরূহ, অনুরূপভাবে ফরয সাওম ব্যতীত শনিবার সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নিম্নের যে কোনো পদ্ধতির অনুকূলে রাখা হলে আর মাকরূহ হবে না। যেমন, ঐ দুই দিনের সাথে মিলিয়ে আরো একদিন করে সাওম রাখা। দিনটি অনুমোদিত অভ্যাসের অনুকূলে পড়ে যাওয়া যেমন একদিন সাওম রাখা একদিন ইফতার করা। মান্নত কিংবা ক্বাযার সাওম হওয়া। অথবা শরীয়ত সাওম রাখতে উৎসাহিত করেছে এমন তারিখে ঐ দিনদ্বয় পড়ে যাওয়া, যেমন আরাফা কিংবা আশুরার দিন...।[২০]

আল্লামা বাহুতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শুধুমাত্র শনিবারকে সাওম রাখার জন্য নির্ধারণ করা মাকরূহ। কারণ, এ প্রসঙ্গে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»

"ফরয সাওম ব্যতীত তোমরা কেবল শনিবার সাওম রাখবে না।"[২১]

তাছাড়া শনিবারকে ইয়াহূদীরা খুব সম্মান করে, অনেক বড় করে দেখে, তাই সেদিন সাওম রাখলে তাদের সাদৃশ্যাবলম্বন হয়ে যাবে...। তবে শুক্র বা শনিবার যদি কোনো ব্যক্তির অনুসৃত অভ্যাসের আওতায় পড়ে যায়

---

২০ তুহফাতুল মুহতাজ, তৃতীয় খণ্ড, বাবু সাওমিত তাতাব্বু'; মুশকিলুল আছার, দ্বিতীয় খণ্ড, বাবু সাওমি ইয়াওমিস সাবতি।

২১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৬৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ১৫৯২।

তাহলে আর মাকরূহ হবে না। যেমন, এক ব্যক্তি নিয়মিত আরাফা ও আশুরার সাওম পালন করে আর সেই আরাফা কিংবা আশুরার দিন শনি কিংবা শুক্রবার দিন সংঘটিত হল তাহলে সে ব্যক্তির জন্য উক্ত শুক্র কিংবা শনিবার সাওম রাখা মাকরূহ হবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে অভ্যাসকে বিবেচনায় রাখা হয়...।[২২]

## মাসের শুরু অস্পষ্ট হয়ে গেলে করণীয় কী?

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাসের শুরু নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে কিংবা সেটি অস্পষ্ট হয়ে গেলে সে মাসে আশুরার সাওম তিনদিন রাখা হবে। আর এমনটি করা হবে কেবল নয় ও দশ তারিখের সাওমকে নিশ্চিত করার জন্য।[২৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের আগমন সম্বন্ধে বুঝতে পারেনি এবং সে দশ তারিখের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তাহলে সে নিয়ম মোতাবেক যিলহজকে ত্রিশ দিন গণনা করবে। অতঃপর নয় ও দশ তারিখ সাওম রাখবে। আর যে ব্যক্তি নয় তারিখের ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করতে চাইবে সে আট, নয় ও দশ তারিখ মোট তিন দিন সাওম রাখবে। (এখন যদি যিলহজ মাস নাকেস অর্থাৎ ত্রিশ দিন থেকে কম হয় তাহলে সে নিশ্চিত তাসু‘আ ও আশুরার সাওম রাখতে সক্ষম হবে) তবে এখানে মনে রাখা দরকার, আশুরার সাওম কিন্তু মুস্তাহাব, ফরয নয়। তাই লোকদেরকে রমাদ্বান ও শাওয়াল মাসের মত মুহাররম মাসের চাঁদ তালাশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে না।

---

২২ কাশশাফুল কানা, দ্বিতীয় খণ্ড, বাবু সাওমিত তাতাব্বু‘।

২৩ আল-মুগনী লি ইবনি কুদামাহ, তৃতীয় খণ্ড, সিয়ামু আশুরা।

## আশুরার সাওম কোন ধরনের পাপের জন্য কাফ্‌ফারা?

ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আশুরার সাওম সকল সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা। অর্থাৎ এ সাওমের কারণে মহান আল্লাহ কবীরা নয় বরং (পূর্ববর্তী একবছরের) যাবতীয় সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

এর পর তিনি বলেন, আরাফার সাওম দুই বছরের (গুনাহের জন্য) কাফ্ফারা, আশুরার সাওম এক বছরের জন্য কাফ্ফারা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে... হাদীসে বর্ণিত এসব গুনাহ মাফের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির আমলনামায় যদি সাগীরা গুনাহ থেকে থাকে তাহলে এসব আমল তার গুনাহের কাফ্ফারা হবে অর্থাৎ আল্লাহ তার সাগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি সগীরা-কবীরা কোনো গুনাহই না থাকে তাহলে এসব আমলের কারণে তাকে সাওয়াব দান করা হবে, তার মর্যাদা বুলন্দ করা হবে। আর আমলনামায় যদি শুধু কবীরা গুনাহ থাকে সাগীরা নয় তাহলে আমরা আশা করতে পারি, এসব আমলের কারণে তার কবীরা গুনাহসমূহ হালকা করা হবে।[২৪]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পবিত্রতা অর্জন, সালাত, রমাদ্বান, আরাফা ও আশুরার সাওম ইত্যাদি কেবল সাগীরা গুনাহসমূহের কাফ্ফারা অর্থাৎ এসব আমলের কারণে কেবল সাগীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[২৫]

২৪ আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ষষ্ঠ খণ্ড, সাওমু ইয়াওমি আরাফা।

২৫ আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, পঞ্চম খণ্ড।

## সিয়ামের সাওয়াব দেখে প্রতারিত হওয়া চলবে না

আরাফা কিংবা আশুরার সাওমের ওপর নির্ভর করে অনেক বিভ্রান্ত লোক ধোঁকায় পড়ে যায়, আত্মপ্রতারিত হয়। এমনকি অনেককে বলতে শোনা যায়, আশুরার সাওমের কারণে পূর্ণ এক বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে গিয়েছে। বাকি থাকল আরাফার সাওম, তো সেটি সাওয়াবের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আত্মপ্রবঞ্চিত-বিভ্রান্ত লোকটি বুঝল না যে, রমাদ্বানের সাওম ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আরাফা ও আশুরার সাওমের চেয়ে বহু গুণে বড় ও অধিক সাওয়াবযোগ্য ইবাদত। আর এগুলো মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা তখনই হয় যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। সুতরাং এক রমাদ্বান থেকে পরবর্তী রমাদ্বান এবং এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ, মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপের জন্য কাফ্ফারা তখনই হবে যখন কবীরা গুনাহ ত্যাগ করা হবে। উভয়বিধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই কেবল সাগীরা গুনাহ মাফ হবে।

আবার কিছু বিভ্রান্ত লোক আছে, যারা ধারণা করে যে, তাদের নেক আমল বদ আমল থেকে বেশি। কারণ, তারা গুনাহের ভিত্তিতে নিজেদের হিসাব নেয় না এবং পাপাচার গণনায় আনে না। যদি কখনো কোনো নেক আমল সম্পাদন করে তখন কেবল তাই সংরক্ষণ করে। এরা সেসব লোকদের ন্যায় যারা মুখে মুখে ইস্তেগফার করে অথবা দিনে একশত বার তাসবিহ পাঠ করে অতঃপর মুসলিমদের গীবত ও সম্মান বিনষ্টের কাজে লেগে যায়। সারা দিন আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজে অতিবাহিত করে। এসব লোক তাসবীহ-তাহলীলের ফযীলত সম্বন্ধে খুব ফিকির করে। কিন্তু তার

মাধ্যমে সংঘটিত অন্যায় ও পাপকর্মের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। এটিতো কেবলই ধোঁকা ও আত্মপ্রতারণা।[২৬]

## রমাদ্বানের ক্বাযা অনাদায়ি থাকা অবস্থায় আশুরার সাওমের হুকুম কী?

রমাদ্বানের ক্বাযা আদায় না করে নফল সাওম রাখা যাবে কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। হানাফীদের নিকট জায়েয। কেননা রমাদ্বানের ক্বাযা সম্পন্ন করা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব নয়। বিলম্বে সম্পন্ন করার অবকাশ আছে। শাফে‘ঈ ও মালেকীদের নিকটও জায়েয তবে মাকরূহ হবে। কারণ, এতে ওয়াজিব আদায় বিলম্বিত হয়।

আল্লামা দুসূকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানত, ক্বাযা ও কাফ্ফারা জাতীয় ওয়াজিব সাওম অনাদায়ি রেখে নফল সাওম পালন করা মাকরূহ। সে নফল সাওমটি গাইরে মুআক্কাদাহ হোক কিংবা মুআক্কাদাহ যেমন আশুরা, যিলহজের নয় তারিখের সাওম ইত্যাদি।

হাম্বলী ইমামগণের মতে রমাদ্বানের ক্বাযা আদায় করার পূর্বে নফল সাওম পালন করা হারাম। এমতাবস্থায় কেউ নফল সাওম রাখলে সহীহ হবে না, এমনকি পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করার মত পর্যাপ্ত সময় থাকলেও বরং আগে ফরয আদায় করতে হবে।[২৭]

সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, রমাদ্বানের পরপরই বিলম্ব না করে ক্বাযা সম্পন্ন করে নেওয়া। যাতে কোনোরূপ সমস্যা ছাড়াই আরাফা ও

---

২৬ আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ১৩, গুরুর।

২৭ আল-মওসুআ আল-ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড ২৮, সাওমুত তাতাব্বু‘।

আশুরার সাওম পালনের সুযোগ পাওয়া যায়। কেউ যদি আরাফা ও আশুরার সাওমের ক্বাযা আদায়ের নিয়ত করে এবং এ নিয়ত রাত্র হতেই করে তাহলে সেটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ তার ক্বাযা আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহর করুণা অনেক বিশাল।

## আশুরায় উদযাপিত কিছু বিদ'আত

আশুরার দিন লোকেরা সুরমা লাগানো, গোসল করা, মেহেদি লাগানো, মুসাফাহা করা, খিচুড়ি রান্না করা, আনন্দ উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে—এ সম্বন্ধে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, এর কোনো ভিত্তি আছে কি না?

জবাবে তিনি বললেন, এসব অনুষ্ঠানাদি উদযাপন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি এবং সাহাবীগণ থেকেও না। চার ইমামসহ নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমও এসব কাজকে সমর্থন করেননি। কোনো মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণ থেকে কোনো সহীহ কিংবা দুর্বল হাদীসও বর্ণনা করেননি। তাবে'ঈদের থেকেও কোনো আছর পাওয়া যায়নি। পরবর্তী যুগে কেউ কেউ কিছু বানোয়াট ও জাল হাদীস বর্ণনা করেছে, যেমন— "যে ব্যক্তি আশুরার দিন সুরমা লাগাবে সে ব্যক্তি সে বছর থেকে চক্ষুপ্রদাহ রোগে আক্রান্ত হবে না।" "যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে সেই বছর থেকে আর রোগাক্রান্ত হবে না।" এরূপ অনেক হাদীস। এরই ধারাবাহিকতায় তারা একটি জাল হাদীস বর্ণনা করেছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। হাদীসটি হচ্ছে,

«أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ»

"যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজ পরিবারের ওপর উদার হাতে খরচ করবে আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের জন্য তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।" এ ধরনের সবগুলো বর্ণনা মিথ্যা ও জাল।

অতঃপর শাইখ উল্লেখ করেছেন, যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে- এ উম্মতের অগ্রজদের ওপর যখন সর্বপ্রথম ফিতনা আপতিত হলো ও হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর শাহাদাত সঙ্ঘটিত হলো। এর কারণে বিভিন্ন দলের লোকেরা কী করল? তিনি বলেন, তারা যালিম ও জাহেলদের দলে রূপান্তরিত হলো। হয়ত মুনাফিক বে-দীন নয়ত বিভ্রান্ত বিপথগামী। তারা বন্ধুত্ব ও আহলে বাইতের বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে লাগল। আশুরার দিনকে রোলবিল, কান্নাকাটি ও শোক দিবস হিসাবে গ্রহণ করল। তাতে তারা বুক ও চেহারা চাপড়ানো, আস্তিন ছেড়াসহ জাহেলি যুগের বিভিন্ন প্রথা প্রকাশ করতে লাগল। বিভিন্ন শোকগাথা যার অধিকাংশই বানোয়াট ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ ও গীত আবৃত্তি করতে লাগল। এর ভেতর সত্যের কিছুই নেই আছে শুধু স্বজনপ্রীতি ও মনোকষ্টের নবায়ন। মুসলিমদের পরস্পরে যুদ্ধ ও শত্রুতা সৃষ্টির পায়তারা। পূর্ববর্তী পূন্যাত্মা সাহাবীগণকে গালমন্দ করার উপাদান। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অনিষ্ট ও ক্ষতির পরিসংখ্যান কেউ লিখে শেষ করতে পারবে না। তাদের মোকাবিলা করেছে হয়ত আহলে বাইত ও হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত নাসেবি সম্প্রদায় অথবা একদল জাহেল সম্প্রদায়। যারা ফাসেদের মোকাবিলা করেছে ফাসেদ দিয়ে। মিথ্যার মোকাবিলা মিথ্যার মাধ্যমে, খারাপের জবাব দিয়েছে খারাপ দিয়ে এবং বিদ'আতের জবাব দিয়েছে বিদ'আতের মাধ্যমে।

ইবনুল হাজ্জ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আশুরার বিদ‘আতের আরো একটি হচ্ছে, তাতে যাকাত আদায় করা। বিলম্বিত কিংবা অগ্রীম। মুরগি জবাইর জন্য একে নির্ধারণ করা। নারীদের মেহেদি ব্যবহার করা।[২৮]

আল্লাহ তা‘আলা আশুরাসহ যাবতীয় কর্মে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পূর্ণ অনুবর্তনের তাওফীক দান করুন। আমিন।

**সমাপ্ত**

---

২৮ আল-মাদখাল, ১ম খণ্ড, ইয়াওমু ‘আশুরা।